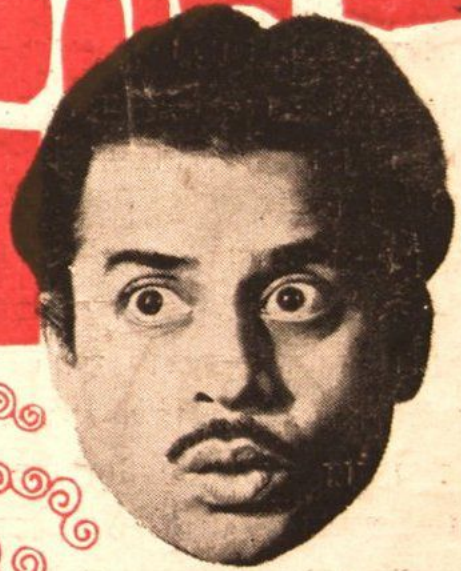

দয়াশংকর সুলতানিয়া
নিবেদিত
লাইট এন্ড সেড-এর ছবি !

দয়াশংকর সুলতানিয়া নিবেদিত লাইট এণ্ড শেড্-প্রাঃ লিঃ এর

প্রথম নিবেদন

এই করেছো ভালো

কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালক ঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

গীত পরিচালনা ঃ অধীর বাগচী। সর্বাধ্যক্ষ ঃ অরুণ বসু

আলোক চিত্র—শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। বহিঃদৃশ্য চিত্রগ্রহণ - বিজয় দে। গীতিকার—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, রুবী বাগচী। শব্দপুনঃ সংযোজন ও সংগীত গ্রহণ—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। রূপ-সজ্জা—অনাথ মুখোপাধ্যায়। কর্মসচিব—সুধীর বসু। স্থিরচিত্র—বীরেন ধর। শিল্প নির্দেশনা—বটু সেন। সম্পাদনা—অনিল সরকার। শব্দগ্রহণ—নৃপেন পাল, অবনী চট্টোপাধ্যায়, সৌম্যেন চট্টোপাধ্যায়। সহ-পরিচালনা- স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস হাজরা। পটশিল্পী—কবি দাশগুপ্ত, অণুবর্ধন। কেশবিন্যাস—লেডিজ বিউটি কর্ণার। বেশভূষা—দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই। পরিচয় লিখন—দিগেন স্টুডিও, বিশ্বনাথ রায়।

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনায়—পলাশ চক্রবর্তী, যোশেফ দত্ত, সুজিত ব্যানার্জী। চিত্রগ্রহণ - জয়প্রতাপ মিত্র, শঙ্কর গুহ। সংগীত—নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। যন্ত্র সংগীত সংগঠনে—শৈলেশ রায়। শব্দ গ্রহণ অনিল নন্দন। সম্পাদনা—অনিত মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনা—বিশ্বনাথ দাস। শিল্প নির্দেশ—অম্বু বর্ধন, অনিল পাল। রূপ সজ্জা—সরোজ মুন্সী। শব্দ সংযোজন ও পুনঃ গ্রহণ - বলরাম বারুই। আলোকনিয়ন্ত্রণে—প্রভাষ ভট্টাচার্য, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কাহার, রামদাস, রামবিলাস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ, মিঃ চক্রবর্তী (এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর, দীঘা) ফণীভূষণ বন্দোপাধ্যায় (ঠাকুরপুকুর), এস, বি, দাস।

সংগঠন—ঠাকুরদাস হাজরা। **কণ্ঠ সংগীতে**—মান্না দে, চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচী

নিউথিয়েটার্স (১নং). রাধা ফিল্মস্ ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে মোহিনী তরফদারের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

প্রচার অংকন—বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। প্রচার পরিকল্পনা—শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

গল্প

সংবাদপত্রে এ্যাটর্নি দিব্যেন্দুর বিজ্ঞপ্তি পড়ে চমকে উঠলো আশীষ। অভিভাবকহীন তরুণ, যাত্রা থিয়েটার করেই দিন কাটায়। এও কি সম্ভব?

শহর কোলকাতার প্রাসাদোপম কয়েকখানি বাড়ী আর ব্যাঙ্কের জমা কয়েক লক্ষ্য টাকা।

চমকে উঠলো আশীষের একমাত্র গুরু ও পরামর্শদাতা ভজহরিও। আরও একজন এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে হোল আশীষের মাসতুতো ভাই ট্রাম কণ্ডাকটার নিঃসঙ্গ শ্যামল। বিজ্ঞাপনে দুজনকে আহ্বান জানিয়েছেন এ্যাটর্নি। ওদের মামা যদু গাঙ্গুলী মরবার পূর্বে উইল করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দু'ভাগ্নেকে সমানভাবে দান করে গেছেন।

আশীষ ও শ্যামলকে দিব্যেন্দু উইলের সর্তগুলি ভালভাবে জানিয়ে দিলেন।

সম্পত্তি দখলের ত্রিশ দিনের মধ্যে দু'ভাইকে দুটি 'ডিভোর্সড্' মেয়ে বিয়ে করতে হবে। মেয়েদের বয়স ২২ থেকে ২৪ বছর হওয়া চাই। এবং তাদের নিঃসন্তান হতে হবে।

বিচিত্র এই সর্তে সবাই স্তম্ভিত। নানারূপ শলাপরামর্শ চললো। 'ডাইভোর্সড্' মেয়েদের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হল। কিন্তু পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠলো। নানাদিক থেকে বহু বিচিত্ররূপিনী পাত্রী এসে হাজির হোল।

এ সময়ে দিব্যেন্দু, তার স্ত্রী মঞ্জু ও মঞ্জুর বান্ধবী তাপসী এক বিচিত্র রহস্যের পরিকল্পনা করলো।

তাপসী তার দুই বান্ধবী সেবা ও রেবাকে রাজী করায় যে, ওদের দুজনকে অভিনয় করতে হবে স্বামী বিচ্ছেদকারিণী বলে। সেবা ও রেবা দু' বোন।

মঞ্জুর জন্মদিন উৎসবে দু'ভায়ের সাথে দু' বোনের পরিচয় হয়। ওরা পরস্পরে পরামর্শ করে দীঘায় বেড়াতে যায়। আরও মজা করবার জন্য দিব্যেন্দু দুটি যুবক শংকর ও তাপসীর ভাবী স্বামী সুরেশকে দীঘা পাঠায় সেবা ও রেবার স্বামীরূপে।

দীঘার সমুদ্র সৈকতে আর ঝাউবনের স্নিগ্ধ পরিবেশে চারজনের চলছে প্রণয়লীলা।

অতর্কিতে শংকর ও সুরেশের আবির্ভাব। অপহরণের ও অবৈধ প্রণয়ের দায়ে দু' ভাইকে অভিযুক্ত করা হয়। আশীষ ও শ্যামল দিশেহারা!

বিবাহ-বাসর ধুলিস্যাৎ হোক্।• • • ধন-সম্পত্তির কোনও প্রয়োজন নেই.....।

ওরা তখন নিরুদ্দেশ হবার পরিকল্পনা করে.....।

— ঃ রূপায়ণে ঃ —

অনুপকুমার, জহর রায়, রবি ঘোষ,
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগত সমরজিৎ,

লিলি চক্রবর্তী, যূঁই ব্যানার্জী,
শমিতা বিশ্বাস, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়,

অজয় গাঙ্গুলী, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অম্বুজ মৌলিক, অমূল্য সান্যাল, অনু দত্ত, তপন চট্টোপাধ্যায়, সিধু ব্যানার্জী, রঞ্জন রায়, রাজু সিংহ, বিমলেন্দু ঘটক, অশোক সরকার, সতু মজুমদার, দীপক, পরিমল শঙ্কর, সুজিত, দিলীপ, অজিত, রতন, বন্দনা অধিকারী, মিতা ভৌমিক, মঞ্জু ভট্টাচার্য।

গান

(১)

ওরে শোন ভাই আমার জীবন কথা
সে এক আমার প্রাণের ব্যথা
আঁতুর ঘরে যখন আমি চোখ মেললাম
ধাত্রী আমায় মধু দিতে ভুলে গেল !
তবে কি দিল ?
দিল কয়েক ফোঁটা সুরা কি ভুল করে।
চিনে নিলাম আমি আমায় এক নজরে।
যখন পড়তে গেলাম ইস্কুলেতে পরীক্ষাতে
গোল্লা খেলাম।
তখন ক্লাশ টেনের ঐ গুফো গুরু, ঐ গুফো
গরু, গরু গুরু
বল্লে ! ও তুই কাঁদিস্ নারে,
এই নে সঞ্জিবনী সুধা গেলাস ভরে।
ছাদনা তলায় সাতপাক ঘুরে পণ করলাম
কিছু গিলবো না আর,
ছাই ভস্ম কিছু গিলবো না আর
শুধু রাঙ্গা বৌয়ের বাপের বাড়ী যাওয়ার সময় হলে
দু ঢোক গিলে ফেলি
দু ঢোক গিলে ফেলি তা'রই আঁচল ধরে।

(২)

কতদিন এমনি চলে যাবে
হৃদয় নিয়ে থাকবো বসে এমন একা একা।
কাজল চোখে প্রদীপ জেলে
পথের পানে নয়ন মেলে
গুনবো কত সময় আরে—
আবার হবে দেখা
যদি লাগেই কি'ছু ভালো,
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জুরীতে—
মনের খুশি দিয়ে
জ্বালো রঙ্গের আগুন জ্বালো।
ভ্রমর কথা আবেশ তুলে
থাকনা ছুঁয়ে মনের ফুলে
জানবে কবে আমার প্রাণে
তোমার ছবি লেখা।

(৩)

এই যে একমুঠো হালকা খুশী—
কেন যে প্রাণ জুড়ে বাজলো বাঁশী
এই মন অকারণ
তাই কি বারে বারে যায় হারিয়ে।
কে গো যায় ও কোন রঙ্গীলা সুন্দরী
হৃদয়খানা আমার সখী দুপায়ে যে যায় মুড়িয়ে

ঐ যে নীল সাগরের দোলাতে
আর এই সবুজের রঙ্ ছোঁয়াতে
হৃদয় ভরেছে
আলোয় হেসেছে
ছুটেছে তাই মন সব হারিয়ে।
ভাবে ভরা এই ভুবনে
কি যে আপন তাই বুঝিনে।

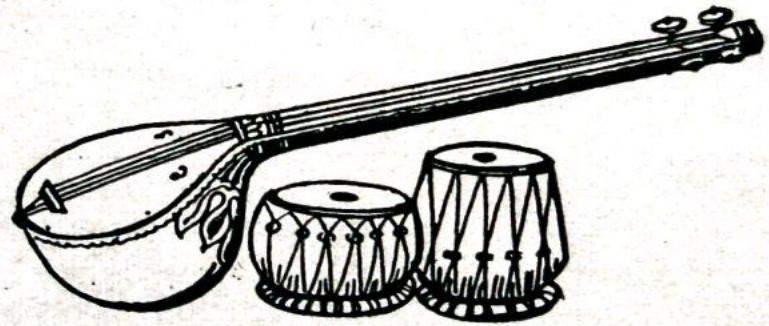

চিত্রালী প্রেস : রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা : ৮১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৪, ৫৫-১৬০০ থেকে শ্রীঅতীশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।
ফিল্মল্যাণ্ড কর্পোরেশন ২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ স্থিত প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত।

গঠন পথে !

মুন্সী প্রেমচাঁদ রচিত ছোটগল্প ঃ

'পঞ্চপরমেশ্বর' অবলম্বনে

পূর্বাচল চিত্রমন্দিরের রঙীন ছবি

বাংলা ও হিন্দী

প্রযোজনা ঃ দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ বাসু ভট্টাচার্য

বিশ্বপরিবেশনা

ফিল্মল্যাণ্ড কর্পোরেশন

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়। ফিল্মল্যাণ্ড কর্পোরেশনের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত